যায়যায়দিন

তারিখ ... JUN 20 2006 ...
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ৪

ছাত্ররাজনীতি বন্ধ করা এখন সময়ের দাবি

'আমরা শক্তি, আমরা বল, আমরা ছাত্রদল'- অবশ্যই ছাত্ররা যে কোনো দেশ ও জাতির জন্য সম্পদ ও শক্তির প্রতীক। ইতিহাস সাক্ষী দেয় দেশের যে কোনো সংকটে আমাদের ছাত্রসমাজের অনস্বীকার্য ভূমিকার কথা। দেশের ভবিষ্যৎ নেতৃত্ব দানকারী এসব ছাত্রের দায়িত্ব ও লক্ষ্য অবশ্যই নিজেদের সুশিক্ষিত করে গড়ে তোলার মাধ্যমে ব্যক্তি এবং জাতীয় জীবনে প্রয়োজনীয় ভূমিকা রাখা।

আর একজন ছাত্রকে সুসভ্য ও সুশিক্ষিত করে গড়ে তোলার জন্য সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ ইউনিভার্সিটিগুলোর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং অনস্বীকার্য। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমাদের দেশের ইউনিভার্সিটিগুলো ছাত্রদের মৌলিক গবেষণা বা উন্নততর জ্ঞানচর্চার কেন্দ্র না হয়ে, হয়ে গেছে রাজনৈতিক দলগুলোর ক্যাডার তৈরির সূতিকাগার এবং অসুস্থ ও অসহিষ্ণু রাজনীতি চর্চার উন্মুক্ত স্থান। রাজনৈতিক দলগুলো রাজনীতি নিয়ন্ত্রণ করার জন্য ইউনিভার্সিটির ক্যাম্পাসগুলোকে ব্যবহার করে ছাত্ররাজনীতির নাম করে আমাদের যা উপহার দিচ্ছে তা সত্যিই যে কোনো সুনাগরিকের মাথাব্যথার কারণ হতে বাধ্য।

আমাদের ছাত্ররাজনীতি ছাত্রদের জীবনে যে উজ্জ্বল (!) ভূমিকা রাখছে তার একটি জ্বলন্ত উদাহরণ গত মার্চে ইডেন কলেজে ঘটে যাওয়া ঘটনা। ইডেনে একজন ছাত্র নেত্রীদের অবৈধ সিট বাণিজ্যের সূত্র ধরে যে দুঃখজনক ও লজ্জাকর ঘটনার জন্ম, ছাত্র নেত্রীদের সেই সিট বাণিজ্য কি শুধু ইডেনের গত চার বছর ধরে চলমান কোনো সমস্যা? তা নয়। যে কোনো সময়ের ক্ষমতাসীন দলের ছাত্রনেতা এবং তাদের ক্যাডার বাহিনীর দাপট ও কর্তৃত্ব এবং সিট নিয়ে এ অবৈধ কিন্তু দারুণ লাভজনক ব্যবসাটি ইউনিভার্সিটিগুলোর হল এবং হস্টেলের অনেক পুরনো সমস্যা। এসব ব্যাপার শিক্ষার শান্তিপূর্ণ পরিবেশকে নানানভাবে বিভিন্ন সময়ে বিঘ্নিত করে এসেছে। এ তথাকথিত ছাত্ররাজনীতির সঙ্গে শিক্ষক রাজনীতি জড়িত হয়ে শিক্ষার পরিবেশকে কতোটা অস্বাস্থ্যকর এবং শিক্ষার মানকে কিভাবে ক্রমান্বয়ে নিম্নগামী করে তুলছে ইডেনের ১৪ মার্চের ঘটনা আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে সেটা আবারও দেখিয়ে দিয়েছে।

ইডেনের মতো একটি ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যেখান থেকে সর্বোচ্চ ডিগ্রি নিয়ে হাজার হাজার মেয়ে বের হয়ে আসবে, যাদের কাছ থেকেই দেশের অনাগত ভবিষ্যৎ প্রজন্ম প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করবে, সেসব মেয়েকে সুশিক্ষিত করার জন্য, শিক্ষার সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশ ফিরিয়ে আনা কলেজ কর্তৃপক্ষ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়সহ আমাদের সবারই দায়িত্ব। ১৪ মার্চের ঘটনাকে একটা দুর্ঘটনা ভেবে ভুলে যাওয়া যায় না। এখান থেকে আমাদের শিক্ষা নিতে হবে। শুধু ইডেন নয়, সব ইউনিভার্সিটি এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে ছাত্ররাজনীতি দূর করা না হলে এরকম ঘটনা আরো ঘটবে। জাতির ভবিষ্যতের সঙ্গে সম্পৃক্ত এমন একটি বিষয় নিয়ে কোনো দলীয় প্রীতি, আপস বা নিরপেক্ষতার প্রশ্নই আসে না।

শিক্ষাঙ্গন থেকে ছাত্র রাজনীতি দূর করাটা অনেক আগেই প্রয়োজন ছিল। এখন এটা একটা অবশ্য কর্তব্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। ছাত্ররাজনীতিমুক্ত সুষ্ঠু শিক্ষার পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে না পারলে শিক্ষা খাতে দেয়া সর্বোচ্চ বাজেট আমাদের জীবনে কোনো সুফল বয়ে আনবে না। তাই ছাত্ররাজনীতি বন্ধ করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে রাজনৈতিক দলগুলোর ওপর দলমত নির্বিশেষে সব সচেতন নাগরিকের চাপ সৃষ্টি করতে হবে এবং শিক্ষাঙ্গন থেকে ছাত্ররাজনীতি সম্পূর্ণভাবে নির্মূল হওয়ার আগ পর্যন্ত এ চাপ অব্যাহত রাখতে হবে।

নাজমুন নাহার
আনন্দনগর, পূর্ব মেরুল
বাড্ডা, ঢাকা-১২১২